৭৭

দৈনিক ইত্তেফাক

JUN 30 1999
তারিখ
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রকাশিত পত্রের প্রতিবাদ

গত ২২শে জুন দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত জনৈক আব্দুল মালেক, ২৪ পাইকপাড়া, মিরপুর-১ ঢাকা কর্তৃক লেখা 'এমপিওভুক্তিতে অনিয়ম' শীর্ষক পত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। প্রথমতঃ আমরা খোঁজ নিয়া জানিয়াছি যে, পত্রে উল্লেখিত ঠিকানাটির কোন অস্তিত্ব নাই ও সম্পূর্ণরূপে ভুয়া। দ্বিতীয়তঃ ঐ পত্রে বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ সম্পর্কে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করা হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে হীন উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া কোন অশুভ মহল এই ভুয়া নামঠিকানা ব্যবহারপূর্বক চিঠিটি প্রেরণ করিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুখ্যত কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে উল্লেখিত কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে একমাত্র বেসরকারী কলেজ হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩-এর অধিভুক্ত কলেজের বিধি অনুযায়ী অনুমোদিত গভর্নিং বডি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। দেশের খ্যাতনামা অধ্যাপকবৃন্দ এই গভর্নিং বডিতে অন্তর্ভুক্ত আছেন। উল্লেখ্য যে, কলেজের অধ্যক্ষ, উপ-অধক্ষ্য ও অন্যান্য সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিতান্তই সামান্য সম্মানী পাইয়া থাকেন। তাহা সত্ত্বেও তাহাদের ত্যাগ এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কলেজটি বিদ্যোৎসাহী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। বর্তমানে তিন বর্ষে প্রায় ৩০০ ছাত্রী কলেজটিতে অধ্যয়নরত। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ কর্তৃক সম্প্রতি আয়োজিত পুষ্টি প্রদর্শনীতে প্রথমবারের মত অংশগ্রহণ করিয়া এই কলেজ দ্বিতীয় পুরস্কার পাওয়ার গৌরব অর্জন করে। আমাদের বিশ্বাস, এসকল দিক বিবেচনা করিয়াই সদাশয় সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রাণালয় কলেজটিকে এমপিও'র জন্য তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানাইতে চাই যে, এমপিও ভুক্তির জন্য বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ কর্তৃক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রদত্ত সকল তথ্য সম্পূর্ণতঃ সঠিক। এই কলেজটির বিরুদ্ধে স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি।

রূপশ্রী চৌধুরী
অধ্যক্ষ
বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ
২৬/১, লেক সার্কাস, কলাবাগান
ঢাকা-১২০৫